বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮: সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

১৮ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের 'নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' জাতির সামনে উপস্থাপন করা হয়েছিলো। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়লাভের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ সরকার গঠন করে। জনগণকে দেয়া ঐ নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতিসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারের উপর অর্পিত হয়। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থার কার্যক্রমে নির্বাচনী ইশতেহারে বর্ণিত প্রতিশ্রুতিসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়ে আসছে।

ইতোপূর্বে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে যে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছিলেন, সেখানে ছিল দেশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধির পথে নতুন করে পথ চলার অঙ্গীকার। স্বৈরশাসন ও দুর্নীতির বিপরীতে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের মাধ্যমে বিশ্ব সভায় বাংলাদেশের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সময়কাল এদেশের ইতিহাসে মাইলফলক হয়ে আছে। ২০০৮ সালে নির্বাচনের প্রাক্কালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন **'দিন বদলের সনদ'** শীর্ষক নির্বাচনী ইশতেহার। দিন বদলের অঙ্গীকারে দীর্ঘ মেয়াদে প্রেক্ষিত-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রূপকল্প ২০২১ এর পথ ধরে অর্জিত হয় **'ডিজিটাল বাংলাদেশ'**। বাংলাদেশের মানুষের কাছে এটি হয়ে উঠল দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অংশ। অকল্পনীয় দ্রুততায় বিস্তার ঘটে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার। চিরায়ত টপ-ডাউন উন্নয়ন পরিকল্পনার ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে সর্বাগ্রে গ্রামীণ জনগণকে ইউনিয়ন তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে তথ্য সেবা প্রদান শুরু হয়। ক্রমশ ডিজিটাল সেবা বিস্তার লাভ করে সমগ্র সেক্টরে, শহর থেকে রাজধানীতে। এ যেন সাধারণ মানুষের কল্পনাতীত উন্নয়ন যাত্রা। সাথে যুক্ত হয়েছে বৃহত্তম সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচি এবং বিস্তৃত অবকাঠামো বিনির্মাণ। দেশ এগিয়ে যেতে থাকে স্থির লক্ষ্যে। ২০১৪ সালে নির্বাচনী ইশতেহার ছিল **'এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ'**। সরকার গ্রহণ করে দশটি মেগা উন্নয়ন প্রকল্প। ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহার **'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ'** -এ ২০৪১ সালে **'উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ'** ও ২১০০ সালের **'নিরাপদ ব-দ্বীপ'** পরিকল্পনার রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে। উন্নত বাংলাদেশের অভিযাত্রায় প্রথম ধাপ হিসেবে ইতোমধ্যে আমরা স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় আসীন হয়েছি।

সামষ্টিক অর্জনঃ

আওয়ামীলীগ ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহার সমূহে বর্ণিত প্রতিশ্রুতির ধারাবাহিক বাস্তবায়নের ফলে সামস্টিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক গতি সঞ্চারিত হয়েছে। এর কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অর্জন নিম্নরুপঃ

- ২০০৬ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ছিলো ৫৪৩ মার্কিন ডলার, সেটি প্রায় ৪ গুণ বেড়ে এখন মাথাপিছু আয় দাড়িয়েছে ২,২২৭ মার্কিন ডলার;
- জিডিপির শতাংশে বিনিয়োগ ২০০৬ সালে ছিলো ২১.৬% যা এখন ২৯.৯%;
- বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২০০৬ সালে ছিলো মাত্র ৩.৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা এখন ১৫ গুণ বেড়ে হয়েছে ৪৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার;
- রপ্তানী আয় ২০০৬ সালের ১০.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার;

- ২০০৬ সালের চেয়ে মূল্যস্ফীতি বহুলাংশে কমেছে। দরিদ্র জনসংখ্যার হার ৪১.৫১ থেকে অর্ধেকেরও বেশি কমে হয়েছে ২০.৫%; অতিদরিদ্র জনসংখ্যার হার ২৫.১% থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে ১০.৫%।
- সরকারী কর্মচারীদের বেতন ১২৩ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে; বিভিন্ন ভাতা, আবাসন, প্রশিক্ষণ, উচ্চশিক্ষাসহ সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্র ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করা হয়েছে;
- ২০০৬ সালের চেয়ে বাংলাদেশের জিডিপির আকার প্রায় ৫ গুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অধিক;
- ২০০৬ সালের তুলনায় বাংলাদেশের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয় প্রায় ৯ গুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ ২৫ হাজার কোটি টাকা;
- ২০০৫-০৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের বাজেটের আকার ছিলো ৬১ হাজার কোটি টাকা; সেটি ১০ গুণ বেড়ে আমাদের বাৎসরিক বাজেট এখন ৬ লক্ষ কোটি টাকারও অধিক।

এছাড়া, সরকারের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে মানব উন্নয়ন সূচকের সাফল্যের কয়েকটি দিক নিম্নে প্রদর্শিত হলোঃ

সূচক	২০০৬ সাল	২০২০ সাল
নবজাতক মৃত্যুর হার (প্রতি এক হাজারে)	৪৫	২১
পাঁচ বৎসরের নিচে মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে)	৬২	২৮
মাতৃ মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে)	৩.৪	১.৬৩
গড় আয়ু (Both Sexes)	৬৫.৪	৭২.৮
পুরুষ	৬৪.৪	৭১.২
নারী	৬৬	৭৪.৫
প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ	৫৪%	৯৮.২৫%
বিদ্যুৎ প্রাপ্তি	৩৮.৫%	৯৬.২%
দারিদ্রতার হার	৪০%	২০.৫% (২০১৯ সাল)
চরম দারিদ্রতার হার	২৫.১%	১০.৫% (২০১৯ সাল)
গড় আয় (Per Capita Income)	US$ ৫৪৩	US$ ২২২৭ (২০২০-২১)
সুপেয় পানির অধিগম্যতা	৫৫%	৯৮.৩%

২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে ২১ টি বিশেষ অঙ্গীকারসহ মোট ৩৩টি বিষয়ে পরিকল্পনা ও প্রতিশ্রুতি তুলে ধরা হয়েছে। এই নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণার প্রায় ৩ বছর পর আমরা এখন স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। সরকারের অক্লান্ত পরিশ্রমে জাতি আজ সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছে। আওয়ামীলীগ যে ২১ টি বিশেষ অঙ্গীকার ঘোষণা করেছিল, সে লক্ষ্যসমূহ নিম্নোক্ত গুচ্ছাকারে উপস্থাপন করা যায়।

গুচ্ছ-১। <u>সুশাসন ও সংস্কার:</u>

ক) দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ;

খ) সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদ ও মাদক নির্মুল;

গ) গণতন্ত্র ও আইনের শাসন সুদৃঢ় করা;

ঘ) দক্ষ ও সেবামুখী জনপ্রশাসন;

ঙ) জনবান্ধব আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা;

চ) নিরাপদ সড়কের নিশ্চয়তা;

দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচনী ইশতেহারে যে সুস্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছিলো মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের কর্মকান্ডে তা প্রতিফলিত হয়েছে। সে আলোকে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিষয় নিম্নরূপ:

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন
৩.২ প্রত্যেক নাগরিকের আইনের আশ্রয় ও সাহায্য-সহায়তা লাভের সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা হবে।	▪ আইনের শাসন নিশ্চিতকল্পে বিচার কাজে গতিশীলতা বাড়ানোর লক্ষ্যে গত ৩ বছরে বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি, বিচারকদের দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সামগ্রিকভাবে বিচার বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে; ▪ এ সময়ে নিম্ন আদালতে এগার শতের অধিক বিচারক নিয়োগ করা হয়েছে। ▪ দরিদ্র জনগণের আইনি সহায়তা প্রাপ্তির জন্য "জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা'র কার্যক্রম জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সম্প্রসারিত হয়েছে। গঠন করা হয়েছে লিগ্যাল এইড কমিটি। গত তিন বৎসরে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দরিদ্র ব্যক্তিকে বিনা খরচে আইনি সহায়তা দেয়া হয়েছে"। ▪ আদালত কর্তৃক 'তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার আইন' ২০২০ জাতীয় সংসদে পাশ করা হয়েছে। ভার্চুয়াল আদালতের মাধ্যমে ৩ লক্ষ ২৮০ টি আবেদন নিষ্পত্তি করে ১ লক্ষ ৫১ হাজার ব্যক্তিকে জামিন প্রদান করা হয়েছে। ▪ ৬৪টি চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে/চলমান রয়েছে। ২৮টি জেলা জজ আদালতের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ হয়েছে। ▪ অস্ট্রেলিয়ার ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫৪০ জন বিচারক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এবং ভারতের ভূপালে অবস্থিত ন্যাশনাল জুডিশিয়াল একাডেমিতে ৩৯৬ জন বিচারক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। ▪ প্রত্যেক নাগরিকের আইনের আশ্রয় ও আইনের সহায়তা প্রাপ্তি সহজ করার লক্ষ্যে 'ই-জুডিসিয়ারি' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে; ▪ সকল নাগরিকের তাৎক্ষণিক আইনগত সহায়তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'জাতীয় টোল ফ্রি হেল্প লাইন' চালু করা হয়েছে। যেকোন ব্যক্তি এখন ১৬৪৩০ (জাতীয় সেবা), ৯৯৯ (জরুরি সেবা), ৩৩৩ (সরকারি তথ্য সেবা), ১০৯ (নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ), ১০৬ (দুদক), ১০৯৮ (শিশু সহায়তা) -এ কল করে প্রয়োজনীয় সেবা তাৎক্ষণিকভাবে পাচ্ছে।
৩.৩ একটি আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর, দক্ষ, দুর্নীতিমুক্ত দেশপ্রেমিক গণমুখী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজ অব্যাহত থাকবে।	▪ দক্ষ, সেবামুখী ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের ধারাবাহিক কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে গত ৩ বছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের ক্ষেত্র ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করা হয়েছে। সিটিজেন চার্টার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) সিস্টেম প্রবর্তিত হয়েছে। ▪ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি সমন্বিত জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে; ▪ ডিজিটাল সেবা প্রবর্তনের ফলে এখন ২ হাজার ২ শত ৬৫ টি সেবা অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে। ই-কমার্স, ডিজিটাল শপিং এবং মোবাইল

	ব্যাংকিং সেবা প্রতি বৎসরে শতকরা পচিশ ভাগ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের দুই তৃতীয়াংশ জনগণ ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। ▪ ই-কমার্স বিজনেস মার্কেট এর আকার ১০ বিলিয়ন ডলার এর বেশি। ▪ বর্তমানে দেশব্যাপী ৭৬০২টি **'ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার'**-এ কর্মরত ১৫২০৪ জন উদ্যোক্তা ব্যাংকিং এবং ই-কমার্স সেবাসহ ৩০০টির অধিক সরকারি-বেসরকারি সেবা প্রদান করছেন। ▪ ডিজিটাল সেন্টার থেকে ২০২০ সাল নাগাদ মোট সেবা প্রদান করা হয়েছে ৬৮.৪ কোটি। সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নাগরিকদের ১.৬৮ বিলিয়ন সমপরিমাণ কর্ম ঘন্টা, ৯.২৫ বিলিয়ন ডলার সমপরিমাণ খরচ এবং ০.৫ বিলিয়ন সমপরিমাণ যাতায়াত সাশ্রয় হয়েছে। ▪ ইউনিয়ন পর্যায়ে UDC গুলোর সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ২০১৩ সালে দেশের ৩২৮টি পৌরসভায় পৌর ডিজিটাল সেন্টার (PDC) এবং ১১টি সিটি কর্পোরেশনের ৪৬৫টি ওয়ার্ডে নগর ডিজিটাল সেন্টার (CDC), ২০১৮ সালে বিশেষ জনগোষ্ঠীর চাহিদার আলোকে ৬টি স্পেশালাইজড ডিজিটাল সেন্টার (SDC) এবং সম্প্রতি সৌদি আরবে ১৫টি এক্সপাট্রিয়েট ডিজিটাল সেন্টার (EDC) চালু করা হয়েছে।
৩.৫ দুর্নীতি দমন কমিশনকে কর্ম পরিবেশ ও দক্ষতার দিক থেকে যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন করা হবে। সেক্ষেত্রে দুর্নীতি দমনের ক্ষেত্রে আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তির সহজলভ্যতায় এবং প্রায়োগিক ব্যবহারে সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।	▪ দুর্নীতি দমন কমিশনের কাজে গতিশীলতা আনয়ন ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ সংশোধন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে; ▪ প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তের জন্য ১১টি প্রাতিষ্ঠানিক অনুসন্ধান টিম গঠন করা হয়েছে; ▪ দুর্নীতি বিরোধী জাতিসংঘ কনভেনশন United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) এর রাষ্ট্রপক্ষ হিসেবে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করছে। ▪ সামগ্রিক অর্থে সুশাসন, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার সুরক্ষা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনকল্পে গত ৩ বছরে মোট ৫৯ টি আইন, ৬ টি অধ্যাদেশ, ১০৩৭ টি বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়েছে।

গুচ্ছ-২। <u>উন্নয়নের যুগলবন্দি: বৃহত্তম জাতীয় প্রকল্প এবং গ্রামীণ উন্নয়ন:</u>

ক) 'আমার গ্রাম, আমার শহর';

খ) মেগা প্রকল্পসমূহের দ্রুত ও মানসম্মত বাস্তবায়ন;

গ) সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি;

ঘ) সকলের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবার নিশ্চয়তা;

ঙ) সার্বিক উন্নয়নে ডিজিটাল প্রযুক্তির অধিকতর ব্যবহার;

চ) বিদ্যুৎ ও জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চয়তা;

ছ) আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা ও যান্ত্রিকীকরণ;

জ) ব্লু-ইকোনমি- সমুদ্র সম্পদ উন্নয়ন।

গ্রামীণ জনপদে শহরের সুবিধা প্রদানের জন্য নির্বাচনী ইশতেহারে 'আমার গ্রাম, আমার শহর' শীর্ষক কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছিলো। বর্তমান সরকার দেশব্যাপী মেগাপ্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি গ্রামীণ উন্নয়নকে অঙ্গীভূত করে বৃহৎ প্রকল্পের সাথে গ্রামীণ উন্নয়নের এক যুগলবন্দি নির্মাণ করা হয়েছে। এতে গ্রামীণ জনপদে ক্রমশ নগর সুবিধাদি বিস্তৃত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিষয়ে অগ্রগতি নিম্নরূপ:

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন
৩.৯ অবকাঠামো রূপান্তরের লক্ষ্যে বৃহৎ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পরিকল্পনা অব্যাহত রাখা হবে।	▪ নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের কাজ সমাপ্তির পথে; ▪ দেশের সব মহাসড়ককে চার লেনে উন্নীতকরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে যার আওতায় ইতোমধ্যে ৪৫৩ কিলোমিটার জাতীয় সড়ক চার লেনে উন্নীত হয়েছে। একই সাথে বাস্তবায়িত হচ্ছে পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প; ▪ বাগেরহাটের রামপালে ১৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতার নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১ম ইউনিটের ৮৫ ভাগ কাজ শেষ হয়েছে; ২য় ইউনিটের ৬০ ভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে; ▪ রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজের অগ্রগতি ৩৭.২৯ ভাগ; ▪ মাতারবাড়িতে ১২০০ মেগাওয়াট আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্টের অগ্রগতি ৪১ শতাংশ; ▪ পায়রায় স্থাপিত ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
৩.১০ উন্নত রাস্তাঘাট, যোগাযোগ, সুপেয় পানি, আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা ও সুচিকিৎসা, মানসম্পন্ন শিক্ষা, উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ বৃদ্ধি, কম্পিউটার ও দ্রুতগতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সুবিধা, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামসহ মানসম্পন্ন ভোগ্যপণ্যের বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামকে আধুনিক শহরের সকল সুবিধাদি দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।	▪ নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নকল্পে সকল গ্রামের সাথে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে দেশে মোট ৬৩,৭৪৭ কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। এতে দেশের মোট উপজেলা সড়কের ৯৪ শতাংশ, ইউনিয়ন সড়কের ৭৯.৩২ শতাংশ এবং গ্রাম সড়কের ২৪ শতাংশ নির্মিত হয়েছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে এ সময়ে ৩,২১,৩২২ মিটার নতুন ব্রীজ নির্মাণ করা হয়েছে; ▪ এ ধারাকে চলমান রাখতে গ্রামীণ অর্থনীতির সঞ্চালন, দ্রুত বিকাশ, ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন এবং গ্রামীণ জনগণের আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২১-২২ অর্থ বৎসরে ৪১ হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে; ▪ সারাদেশের ৯৯.৫ ভাগ এলাকা বিদ্যুতের আওতায় এসেছে। দেশে বর্তমান বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৫,২৩৫ মেগাওয়াট। ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে। মোট ৬ লক্ষ ১৩ হাজার কিলোমিটার বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে যা ইশতেহারে বর্ণিত (৫ লক্ষ কিলোমিটার) প্রতিশ্রুতির চেয়ে বেশী। ▪ 'আমার বাড়ি-আমার খামার' কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সাথে সরকারের উন্নয়ন-অংশীদারিত্ব তৈরি হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৫৬ লক্ষ ৭৯ হাজার পরিবারকে উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচন ও ১ লক্ষ ২০ হাজার ৪৬৫ টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করা

<table>
<tr><th>নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি</th><th>লক্ষ্যমাত্রা অর্জন</th></tr>
<tr><td></td><td>হয়েছে। এ প্রকল্পের অধীনে গ্রামীণ অর্থনীতিতে ক্রমপুঞ্জিভূত বিনিয়োগের পরিমান ১০ হাজার ৮০৮ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা।
▪ দেশের মানুষের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর। এ বিষয়ে সরকারের কার্যকর নীতিগ্রহণ ও বাস্তবায়নে সফলতার মাধ্যমে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত দেশব্যাপী হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা মোট ৫৯৯৫৮-তে উন্নীত করা হয়েছে (উল্লেখ্য, ২০০৬ সালে দেশে হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ছিল ৩২৯৪১টি)।
▪ সারাদেশে কর্মরত ৩৫৫৫০ জন নার্সের পাশাপাশি ২০২১ আরো ৪০০০ সিনিয়র নার্সের পদ সৃজন করা হয়েছে যাদের নিয়োগ কার্যক্রম চলমান।
▪ ২০০৬ সালে সরকারী চিকিৎসকের সংখ্যা ছিলো ১০৩৩৮ জন; যা ২০২১ সালে বৃদ্ধি করে ২৭০২০ জন করা হয়েছে।
▪ ২০০৮ সালে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট এর সংখ্যা ছিলো ২০০০ জন; যা ২০২১ সালে বৃদ্ধি করে ৩৮৭৯ জন করা হয়েছে।</td></tr>
<tr><td>৩.১৪ কৃষি, খাদ্য ও পুষ্টি: খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে নিশ্চয়তা</td><td>▪ ফসলের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করার লক্ষ্যে সরকার সারের মুল্য ৫ দফা কমিয়েছে। বর্তমানে প্রতি কেজি টিএসপি ৮০ টাকা থেকে কমিয়ে ২২ টাকা, এমওপি ৭০ টাকা থেকে কমিয়ে ১৫ টাকা, ডিএপি ৯০ টাকা থেকে কমিয়ে ১৬ টাকা এবং ইউরিয়া ২০ টাকা হতে কমিয়ে ১৬ টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে;
▪ ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৯-২০ পর্যন্ত সার, ডিজেলসহ সংশ্লিষ্টখাতে মোট ১ হাজার ১৪০ কোটি টাকা ভর্তুকি দেয়া হয়েছে।
▪ ২০০৬ সনে দানাদার খাদ্য উৎপাদন ছিল ২৭৭.৮৭ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০২০ সনে এর পরিমাণ দাড়ায় ৪৫৫.০৫ লক্ষ মেট্রিক টন।
▪ ২০২০-২১ সনে কৃষি উপকরণের ক্ষেত্রে ৯৫০০ কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করা হয় এবং ৫০%-৭০% ভর্তুকি মূলে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়।
▪ ২০২০ অর্থ বৎসরে ১৬ লক্ষ কৃষককে ৩৬২ কোটি টাকা জামানতবিহীন কৃষি ঋণ প্রদান করা হয়েছে।
▪ বিগত ১২ বৎসরে ৬৫৬টি উন্নত/উচ্চ ফলনশীল জাতের ফসল উদ্ভাবিত হয়েছে।
▪ ২ কোটি ৬ লাখ কৃষককে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রদান করা হয়েছে।
এছাড়া, ২০০৬ সাল অপেক্ষা ২০২০ সাল পর্যন্ত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের বৃদ্ধি বিষয়ক তথ্যাদি নিম্নরূপ:
<table>
<tr><th>বিষয়/সূচক</th><th>২০০৬ সাল</th><th>২০২০ সাল</th></tr>
<tr><td>মোট প্রাণিসম্পদ সংখ্যা (গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী ইত্যাদি)</td><td>২৯৩৪.৮০ লক্ষ</td><td>৪২২১.৮০ লক্ষ</td></tr>
<tr><td>মোট মৎস্য উৎপাদন</td><td>২৪.৪০ লক্ষ মে. টন</td><td>৪৫.০৩ লক্ষ মে. টন</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

সরকার ঘোষিত 'নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮, সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশে' বিশেষ অঙ্গীকার হিসেবে সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া হয়েছে 'আমার গ্রাম, আমার শহর' কর্মসূচিকে। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'আমার গ্রাম, আমার শহর' শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যার আওতায় ১৫ টি গ্রামকে পাইলট হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবমুক্ত সড়ক ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ; উপজেলা মাস্টার প্লান তৈরি করা ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে নাগরিক সুবিধা সম্প্রসারণ; প্রতিটি গ্রামে সুপেয় পানির ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ ও পর্যায়ক্রমে গ্রামে পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা; গ্রামীণ প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র/বাজার উন্নয়ন ও গ্রামের জন্য কার্যকরী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা; প্রতিটি গ্রামে কমিউনিটি স্পেস ও বিনোদনের ব্যবস্থা সম্বলিত অবকাঠামো নির্মাণ করা; এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃজনকল্পে ইতিবাচক পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে।

গুচ্ছ-৩। <u>অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন: কেউ পিছিয়ে থাকবে না:</u>

ক) তারুণ্যের শক্তি বাংলাদেশের সমৃদ্ধি;
খ) নারীর ক্ষমতায়ন, লিঙ্গ সমতা ও শিশু কল্যাণ;
গ) দারিদ্র্য নির্মুল;
ঘ) সকল স্তরে শিক্ষার মান উন্নয়ন;
ঙ) প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ও অটিজম কল্যাণ;
চ) টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলোতে উল্লেখযোগ্য অর্জন হলো:

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন
৩.১৩ বর্তমানে সামাজিক সুরক্ষার আওতায় ৪ কোটি ৯২ লাখ লোক বিভিন্ন প্রকার আর্থিক সহযোগিতা পাচ্ছে; আগামী পাঁচ বছরে এই খাতে বরাদ্দ দ্বিগুন করা হবে।	▪ সরকার দরিদ্র, অসহায় ও ছিন্নমূল মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা খাতে চলতি বছর জাতীয় বাজেটের ১৭.৮৩ শতাংশ হিসেবে মোট ১ লক্ষ ৭ হাজার ৬১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছে যা ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের চেয়ে প্রায় ৮ গুন বেশি; ▪ মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা ১২ হাজার থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ২০ হাজার টাকা; ▪ সর্বশেষ খানা আয় ও ব্যয় জরীপ অনুসারে দেশের ৫ কোটির বেশি মানুষ কোন না কোন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় এসেছে; ▪ ৪৪ লক্ষ ব্যক্তি বয়স্ক ভাতা পাচ্ছেন, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, দুঃস্থ মহিলা ভাতার আওতায় রয়েছেন ১৭ লক্ষ মানুষ এবং অসচ্ছল, প্রতিবন্ধী ভাতা পাচ্ছেন ১৫ লক্ষ ৪৫ হাজার জন ব্যক্তি। প্রতি বৎসর ১ লক্ষ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও, হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের জন্য রয়েছে ভাতা, শিক্ষা উপবৃত্তি ও প্রশিক্ষণ ভাতা। এক্ষেত্রে নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় অনগ্রসর উপকারভোগীর সংখ্যা ৭১,৩২০ জন; ▪ শুধু এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্রান্ট দেয়া হয় বছরে ৯৭,০৮৩ জনকে।

<table>
<tr><th>নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি</th><th>লক্ষ্যমাত্রা অর্জন</th></tr>
<tr><td>দেশ থেকে ভিক্ষাবৃত্তি ও ভবঘুরেপনা সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা হবে। দারিদ্র্যসীমা ও চরম দারিদ্র্যের হার যথাক্রমে ১২.৩ ও ৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে।</td><td>▪ ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চলাকালীন (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫) দারিদ্র্যের হার ১৫.৬ শতাংশ ও চরম দারিদ্র্যের হার ৭.৪ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে;
▪ ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্যের হার ছিল যথাক্রমে ৪০ ও ২৫.১ শতাংশ কিন্তু বর্তমান সরকারের ধারাবাহিক উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নের ফলে এ হার বর্তমানে ২০.৫ ও ১০.৫।</td></tr>
<tr><td>পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংকের মাধ্যমে পল্লী জনপদের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা হবে।</td><td>▪ পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রকল্পভুক্ত ৫৭ লক্ষ সদস্যকে গ্রামীণ পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তায় পরিণত করা হচ্ছে;
▪ পারিবারিক বলয়ে ৩২ লক্ষ ৪৯ হাজার আয়বর্ধক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষি খামার সৃজিত হয়েছে;
▪ ২ লক্ষ ৭৪ হাজার ৫১৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
▪ ৬৪,২৩৫ জন গ্রাজুয়েট সদস্যদের মাঝে মোট ৩২১ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা এসএমই ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।</td></tr>
<tr><td>আশ্রয়ণ প্রকল্পের পরিধি আরও বৃদ্ধি করে সবার জন্য বাসস্থানের মতো মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হবে।</td><td>▪ আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ‘মুজিববর্ষে কেউ গৃহহীন থাকবে না’ এই শ্লোগানকে প্রতিপাদ্য করে গৃহহীন ও ভূমিহীন মানুষকে গৃহ প্রদান করা হচ্ছে। ২০২১ সনে এ পর্যন্ত ২ শতক জমিসহ ১ লক্ষ ২৩ হাজার গৃহ উপকারভোগীদের মাঝে হস্তান্তর করা হয়েছে। বিগত তিন বছরে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার পরিবারকে গৃহ প্রদান করা হয়েছে। আগামীতে ৯ লক্ষ ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষকে ঘর করে দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।</td></tr>
<tr><td>৩.১৮ শিক্ষার মান উন্নয়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় সরকারের অব্যাহত প্রচেষ্টার কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে অসামান্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এ বিষয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সূচকে ২০০৬ সাল হতে ২০২০ সালের অগ্রগতি নিম্নে উপস্থাপিত হলো:
<table>
<tr><th>বিষয়/সূচক</th><th>২০০৬ সাল</th><th>২০২০ সাল</th></tr>
<tr><td>সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংখ্যা</td><td>৩৬৬৭২
(১৯৭২ সনে বঙ্গবন্ধু সরকার ৩৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেছেন)</td><td>৬৫৬২০</td></tr>
<tr><td>নন-রেজি. বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়</td><td>৯৭৩</td><td>৪৭৫৪</td></tr>
<tr><td>কিন্ডারগার্টেন</td><td>২২৫৩</td><td>২৮৯৫০</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন		
	প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে মোট শিক্ষক সংখ্যা	৩৬৪৪৯৪	৭২১৮০১
	মাধ্যমিক বিদ্যালয় (সরকারী ও বেসরকারী)	১২৭০০	২০৮৪৯
	কলেজ (সরকারী ও বেসরকারী)	৩১৯৭	৪৬৯৯
	কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (সরকারী ও বেসরকারী)	৩৫৫৩	১০৬৮৪
	বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারী)	৩২	৫১
	বিশ্ববিদ্যালয় (বেসরকারী)	৫১	১০৭
	মেডিকেল কলেজ (সরকারী ও বেসরকারী)	৪৫	১০৬
	নার্সিং ইন্সটিটিউট (সরকারী ও বেসরকারী)	৫০	৩৮৩

নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ তে যে অঙ্গীকারসমূহ ব্যক্ত করা হয়েছে তার অনেক অঙ্গীকার ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নের বাইরেও গত প্রায় ২ বছর সরকারকে করোনা মহামারির অভিঘাত মোকাবেলা করতে হয়েছে, জনজীবন সুরক্ষা, জীবন ও জীবিকার সুসমন্বয়, ভ্যাক্সিনেশন ও মহামারি মোকাবেলায় জরুরি ও তাৎক্ষণিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হয়েছে। সময়ের প্রয়োজনে সাড়া দিয়ে নির্বাচনী ইশতেহার বর্হিভূত অনেক কাজ করতে হয়েছে সরকারকে। এর মধ্যে রয়েছেঃ

- করোনাকালীন সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের জন্য সরকার ১ লক্ষ ৩১ হাজার ৬৪১ কোটি টাকার ২৮ টি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে।
- ডিজিটাল পদ্ধতিতে ৭০ লক্ষ মানুষের কাছে নগদ অর্থ সহায়তা পৌঁছে দেয়া হয়েছে।
- ২১ কোটি ভ্যাক্সিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে মানুষের বিচার পাওয়ার অধিকারের সহজ অধিগম্যতার লক্ষ্যে "আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার আইন-২০২০" প্রণয়ন করা হয়েছে।

নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ এবং বাস্তবায়ন জনগণের প্রতি একটি সরকারের দায়বদ্ধতার প্রমাণক। বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং বার্ষিক বাজেটের পরিমাণ বিশাল আকার ধারণ করলেও প্রজাতন্ত্রের কর্মচারির সংখ্যা প্রায় পূর্বের মতই রয়েছে। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র সাহস, প্রজ্ঞা, উন্নয়ন ভাবনা এবং সর্বোপরি দেশপ্রেমের কারণেই বাংলাদেশ আজ সমহিমায় সমুজ্জ্বল।